আমানত সুরক্ষা আইন, ২০১৭

ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ রহিত করিয়া কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু ব্যাংক আমানত বীমা আইন , ২০০০ (২০০০ সনের ১৮নং আইন) রহিত করিয়া কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।** - (ক) এই আইন আমানত সুরক্ষা আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।
(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ।** - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে, -
(ক) "আমানত" অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে, উহার আমানতকারীর (depositors) হিসাবের অপরিশোধিত অবশিষ্টের সমষ্টি;

* (খ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নম্বর আইন) এর ধারা ২ এর দফা (খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(গ) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ ধারা ৮ এ উল্লিখিত তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড;

(ঘ) "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(j) এ সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank;

(ঙ) "তহবিল" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন সংরক্ষিত ট্রাস্ট তহবিল;

(চ) "নিরীক্ষক" অর্থ The Chartered Accountants Order, 1973 ((P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত chartered accountant;

(ছ) "প্রিমিয়াম" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় প্রিমিয়াম;

(জ) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঝ) "বীমা" অর্থ আমানত বীমা, যাহা আমানত সুরক্ষাও বুঝাইবে;

(ঞ) "বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ এই আইনের অধীন বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

* উক্ত আইন বর্তমানে মন্ত্রনালয়ে সংশোধনের প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে ; আইনটি সংশোধন হইলে সংশোধিত আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ইহা সংজ্ঞায়িত হইবে।

(ট) "বীমাকৃত আমানত" বলিতে আমানতের ঐ অংশকে বুঝাইবে যাহার বিপরীতে যথাযথভাবে প্রিমিয়াম পরিশোধিত হইয়াছে।

৩। **আমানত সুরক্ষা ট্রাস্ট তহবিল । -** (১) বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত সুরক্ষা ট্রাস্ট তহবিল নামে একটি তহবিল সংরক্ষণ করিবে এবং এই তহবিলের অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(গ) ধারা ৭ এর অধীন অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়।

(৩) তহবিলের অর্থ ধারা ৭ এর বিধান মোতাবেক অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীর পাওনা পরিশোধ এবং এই তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

(৪) Income Tax Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর কোন কিছুই তহবিল এর আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) এই আইন বা তদধীন কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্য বা দায়ের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা , ফৌজদারী কার্যক্রম বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

৪। **বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ।-** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, -

(ক) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে বিদ্যমান প্রত্যেক তফসিলি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত তারিখ হইতে তহবিল এর সহিত বীমাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং

(খ) এই আইন প্রবর্তনের পর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তহবিল এর সহিত বীমাকৃত হইবে।

৫। **বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর প্রিমিয়াম । -** (১) প্রত্যেক বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার আমানতের ঐ অংশের উপর প্রতি বৎসর ঐরূপ হারে তহবিলে প্রিমিয়াম প্রদান করিবে যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্ধারণ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে , বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রিমিয়ামের হার কম বেশী করিতে পারিবে।

(২) বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান উহার ব্যয় খাত হইতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করিবে।
(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) বীমাকৃত কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উহার নিকট রক্ষিত উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর হিসাব হইতে সমপরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যাংকের বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রিমিয়াম বাবদ কর্তন করিয়া তহবিলে জমা দানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬। **প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থতার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ । -** (ক) কোন বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়াম প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উহার নিকট রক্ষিত উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর হিসাব হইতে সমপরিমাণ অর্থ উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রিমিয়াম বাবদ কর্তন করিয়া তহবিলে জমা দানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে । সেক্ষেত্রে, বিলম্বিত সময়ের জন্য নির্ধারিত প্রিমিয়ামের উপর ব্যাংক রেট অনুযায়ী দন্ডসুদ আরোপ করিতে পারিবে।

(খ) কোন বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরপর দুই বার প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থ হইলে , বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কে শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রজ্ঞাপনে উ ল্লিখিত সময়ের জন্য, আমানত গ্রহণ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(গ) একাদিক্রমে দুই বা ততোধিকবার প্রিমিয়াম পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবসায়ন করার পদক্ষেপ নিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে পরামর্শ দিতে পারিবে।

৭। **তহবিল-এর দায় । -** (১) কোন বীমাকৃত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর অবসায়নের আদেশ প্রদান করা হইলে , বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঐ অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর প্রত্যেক আমানতকারীকে তাহার বীমাকৃত আমানতের সমপরিমাণ টাকা , যাহা সর্বাধিক এক লক্ষ টাকা অথবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত টাকার বেশী হইবে না, তহবিল হইতে প্রদান করিবে।

(২) অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোন আমানতকারীর একাধিক হিসাব থাকিলে এবং ঐ সকল হিসাবে একত্রে এক লক্ষ টাকার অধিক স্থিতি থাকিলেও তাহাকে তহবিল হইতে সর্বাধিক এক লক্ষ টাকা কিংবা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত টাকার অধিক পরিশোধ করা হইবে না। তবে এইরূপ পরিশোধ অবসায়িত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর- নীট সম্পদের বিপরীতে লিকুইডেটর কর্তৃক আমানতকারীদিগকে দেয় অংকের সহিত সমন্বয় করা হইবে।

(৩) অবসায়িত ব্যাং ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে র অবসায়ক, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন , তাহার কার্যভার গ্রহণের পর অনধিক নব্বই দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ছকে আমানতকারীর আমানতের তালিকা

বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিকট দাখিল করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আমানতকারীদের তালিকা প্রাপ্তির পর ট্রাস্টি বোর্ড অনধিক নব্বই দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর বিধানমতে আমানতকারীদের প্রাপ্য টাকা তহবিল হইতে পরিশোধের ব্যবস্থা করিবে।

(৫) তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ পরিশোধিতব্য টাকা হইতে কম হইলে বাংলাদেশ সরকার, ঘাটতি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ব্যাংক রেটে কর্জ করিয়া তহবিলে প্রদান করিবে।

(৬) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আমানতকারীর আমানতের পরিমাণ নির্ধারণকালে বীমাকৃত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনগতভাবে আমানতকারীর নিকট কোন পাওনা থাকিলে উহা বাদ দিয়া তাহার পাওনা নির্ধারণ করিবে।

৮। **ট্রাস্টি বোর্ড । -** তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনের জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ তহবিল এর ট্রাস্টি বোর্ড হইবে।

৯। **বাৎসরিক প্রতিবেদন । -** নিরীক্ষক কর্তৃক প্রত্যায়িত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর কর্তৃক স্বাক্ষরিত তহবিলের বা ৎসরিক হিসাবের কপি এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন উক্ত হিসাব প্রস্তুতের দুই মাসের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

১০। **রহিতকরণ ও হেফাজত । -** (১)ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) রহিত আইন এর অধীন সংরক্ষিত আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল এর সকল অর্থ আমানত সুরক্ষা ট্রাস্ট তহবিলে হস্তান্তরিত হইবে।